Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XV Issue : II, 15th May, 2025. ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, বার্ষিক মূল্য- ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র (০৯/০৫)-নজরুল (২৬/০৫)-এর জন্য মে মাসটা বাঙালির জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্ব চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে পহেলগাঁও-র বৈসরন এবং অপারেশন সিঁদুর।

আমরা রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে একই দিনে, অর্থাৎ ২৬ মে, সোমবার স্মরণ করব। প্রতিবারের মতোই গানে, কবিতায়, কথিকায় দুই প্রাণ পুরুষকে ছুঁতে চাইবো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কী ছোঁয়া যায়! তিনি তো আমাদের আশ্রয়। আমার মতো নিরীশ্বর বাঙালির ঈশ্বর। কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, 'বাংলা ভাষায় যতদিন পর্যন্ত কবিতা লেখা হবে তিনিই ভাষার আদি উৎস বলে স্বীকৃত হবেন।' আবার বিদ্রোহে, আবেগে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বাংলা সাহিত্যে নজরুল সর্বোত্তম। আমরা দু'জনকেই পড়ি, কিন্তু উপলব্ধি করতে চাই না। যদি করতাম, তবে রবীন্দ্রনাথের চরম অনীহার বস্তু জাতীয়তাবাদ নিয়ে আমরা এমন মাতামাতি করতাম না। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল উভয়ের কাছেই সাম্প্রদায়িকতা ছিল বিষবৎ। আর্য সমাজিদের ধর্মান্দোলনে ১৯২৬ সালে কলকাতায় যে দাঙ্গা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিবাদে লিখেছিলেন 'ধর্মমোহ'।–

'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
...
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।'

আর বিদ্রোহী কবি নজরুল জিজ্ঞাসা করছেন–

'হিন্দু না ওরা মুসলিম
ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারী, বলো, ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোর মার।'

আমরা তো পহেলগাঁও-র হামলার সময় হিন্দু না মুসলিম এই প্রশ্নটাকেই বড় করে দেখছি। অসংখ্য কাশ্মীরি মুসলমানের চেষ্টা, সর্বোপরি আদিলের আত্মত্যাগ আমাদের চোখে পড়ছে না। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আকাশ বাতাস মুখরিত। জাতীয়তাবাদের তীব্র নেশায় যুদ্ধের জিগির তুলছি। যুদ্ধ যে মানবিকতার প্রধান শত্রু সে কথা আমরা ভুলেই গেছি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নজরুল রয়ে গেছেন শুধুই ২৫ বৈশাখ আর ১১ জৈষ্ঠ্যের আনুষ্ঠানিক ফ্রেমে।

সন্ত্রাসবাদ-এর বিরুদ্ধে ৬ মে ভারত শুরু করে অপারেশন সিঁদুর। সরকারি দাবি অনুযায়ী ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলো নির্মূল করা হয়েছে। অবশ্য চার দিনের মাথায় আমেরিকার হস্তক্ষেপে দু'পক্ষই অস্ত্র সংবরণ করেছে। আমরা আশা করব শুভবুদ্ধির উদয় হবে, সন্ত্রাসবাদ শেষ হবে, প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি ফিরে আসবে।

ওয়াজেদ, নজাকেত, আদিল এবং

গৌতম রায়চৌধুরী

২০২৪-র মার্চের কোনো এক দুপুরে বেথুনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরেই দেখি ওয়াজেদ বসার ঘরের মেঝেতে বসে কাঁদছে, আমার স্ত্রী পাশেই চেয়ারে বসে ওঁর মাথায় হাত বুলোচ্ছে। পাশের সোফায় এক কাশ্মিরী মহিলা ব্যথিত নয়নে চেয়ে আছে। তিন জনের চোখেই জল। আমাকে দেখেই ওয়াজেদ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ওঁর লিভারের দোষ ধরা পড়েছে, হয়তো বদলাতে হবে। তাই সময়ের আগেই কাশ্মীরে ফিরে যাচ্ছে। স্ত্রী নিতে এসেছেন। যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেল। ওয়াজেদের শুধু একটাই কথা– আল্লার কাছে ওঁর নামে দোয়া ভিক্ষা! ওঁর একটাই চিন্তা অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে দু'টোর কী হবে! আমার স্ত্রী সজল চোখে বারবার বলছে– 'ভাইয়া! ভগবান আছেন– তোমার কিছু হবে না।' আমি ওঁর হাতদুটো ধরে শুধু বললাম,– 'চিন্তা করো না– আবার দেখা হবে।'

ওয়াজেদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় চল্লিশ বছরের বেশি। আমার বউদি ওঁকে পাঠিয়েছিল, আমাদের দেশবন্ধু রোডের বাড়িতে। তখন মেয়ের বয়স পাঁচ/ছয় বছর, ছেলের জন্ম হয়নি। তারপর অনেকবার বাসস্থান বদলে গত ষোলো বছর এখানে আছি। ওয়াজেদ কিন্তু প্রতি শীতে তাঁর শীতবস্ত্রের সম্ভার নিয়ে দেখা করে গেছে। কোনোবার কিনেছি, বেশীর ভার সময়ই কিছু কেনা হয়নি। ছেলে-মেয়ে দু'জনের বিয়ের অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থেকেছে, আনন্দ উপভোগ করেছে। প্রতিবারই ওঁদের বাড়ি যেতে বলত। বছর তিনেক আগে কাশ্মীর যাওয়া ঠিক করলাম। শুনেই ওয়াজেদের কী আনন্দ! ওঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের এক আত্মীয়ের হোটেল ছিল। সেই সব ব্যবস্থা করে দিল। আমরা তিনজন বারোটা দিন স্বর্গসুখে কাটিয়েছিলাম। তার বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ আমি কাশ্মীরের ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসিনি। মাঝে একদিন ওয়াজেদের বাড়ি গেছিলাম। পুরানো কাশ্মীরে, মসজিদের নিচে, চলতি কথায় যার নাম 'মিনি পাকিস্থান'। সেই কাশ্মীরি আথিতেয়তার স্মৃতি আজীবন সঙ্গী হয়ে থাকবে। ওদের যৌথ পরিবার। যাওয়ামাত্র, নিজের বউ-ছেলে-মেয়ে, ভাইয়ের বউ, ভাইপো-ভাইঝি সবাই সাদরে ঘরে বসাল। কাঠের বিশাল ঘর, মেঝেতে গালিচা পাতা, অন্য কোনো আসবাব নেই, আমার স্ত্রী আবার মাটিতে বসতে পারেন না। শোনামাত্র, অনেক খুঁজে একটা চেয়ার নিয়ে এল। পরিবারের মেয়েদের হাঁটু মুড়ে বসে খাওয়ার পরিবেশনের আন্তরিকতা, মুসলিম সংস্কৃতির এক দিগন্ত উন্মোচিত হল। ছেলের বিয়ে, আমাদের চুলের স্বল্পতা, ওঁদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নিয়ে কত হাসি ঠাট্টা! ওয়াজেদের একমাত্র দাবী, হানিমুন করতে ছেলেকে কাশ্মীরে আসতে হবে এবং ওদের বাড়িতেই থাকাতে হবে। দোতলার যে ঘরে থাকবে– সেটাও দেখিয়ে দিল। সেই আনন্দ-সন্ধ্যার সুখস্মৃতির মাঝে ওয়াজেদের একটা কথা এখনও ভুলতে পারি না, গল্পের মাঝে হঠাৎ বলে উঠেছিল। কলকাতার অধিকাংশ বাড়িতেই ওঁকে শালওয়ালা বলে সম্বোধন করে। ওঁর আকুল জিজ্ঞাসা– 'হামারা কোই নাম নেহি হ্যায়?' উত্তরটা জানা ছিল না। সেই

বছরই শীতে এল প্রচুর আখরোট নিয়ে, ছেলের বিয়েতে অংশগ্রহণ করল, শেষে রোগাক্রান্ত শরীরে কান্নাভেজা চোখে বিদায় নিল। ওয়াজেদের দেওয়া আখরোট বহুদিন প্যাকেটবন্দী অবস্থাতেই পড়েছিল। কয়েকমাস আগে ওঁর ফোন পেয়ে, প্যাকেট খুললাম।

পহেলগাঁও-র ঘটনার পর বারবার ওয়াজেদের কথা মনে পড়ছিল। এপ্রিলের সেই অভিশপ্ত দিনে জঙ্গীদের প্রশ্ন ছিল– হিন্দু না মুসলিম? উত্তরে মারা পড়েছিল ১ নেপালি ও ২৫ ভারতীয়। যে সন্ত্রাসবাদ ১ জন মুসলমানসহ ২৫ জন হিন্দুর প্রাণ কেড়ে নিল, তাকে নিন্দা করার ভাষা সকলের অজানা। এই সুযোগে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র প্রচারে বি জে পি আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। জাতীয়তাবাদের তীব্র আবেগে সবাই ভুলে গেলাম যে, সন্ত্রাসবাদ তথা মৌলবাদের কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা ভাষা হয় না। 'অহিংসা পরম ধর্ম' যাদের ধর্মের মূলমন্ত্র, সেই বৌদ্ধ-মৌলবাদের অত্যাচারে রোহিঙ্গারা বহুদিন ঘর ছাড়া। হিন্দু মৌলবাদ-সংঘটিত গুজরাট-দাঙ্গা যারা বিশ্বে ধিকৃত, উপরন্তু দেশের অভ্যন্তরে গোমাংশ ভক্ষণ বা শুধুমাত্র রক্ষণের অভিযোগে বিধর্মীর মৃত্যু তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। অন্যদিকে সন্ত্রাস এবং মুসলিম প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সবকিছু ভুলে আমরা শুধু মুসলিমদেরই দায়ী করলাম। মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবিতে সান্ধ্যকালীন টি-ভি চ্যানেলগুলি উত্তাল হয়ে উঠল। সেখানে অবসরকালীন সামরিক আধিকারিকদের চুলচেরা বিশ্লেষণে ভারত-পাকিস্তানের তুলনামুক সামরিক শক্তি উদ্ঘাটিত হল। অবশেষে ৬ মে 'অপারেশন সিঁদুর'! চারদিন বাদে ১০ মে আমেরিকার অঙুলি লেহনে যুদ্ধবিরতি। বিস্তৃত বিবরণ অপ্রয়োজনীয়, কারণ সমস্ত খবর সংবাদ মাধ্যমেই সহজলভ্য।

আমাদের প্রতিবাদ, পহেলগাঁও-র ঘটনার পর যেভাবে পুরো মুসলিম সমাজ বা কাশ্মীরি জনগণকে দায়ী করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে। আমরা কি করে ভুলব বৈসরনে সেদিন এক মুসলিম সহিসের মৃত্যু হয়েছিল। সেই হতভাগ্য সহিসটি তো অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারত। আদিল হোসেন শাহের ধর্মই ছিল তাঁর অভেদ্য বর্ম। কিন্তু, সে বিধর্মী হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে 'কাফের' শিরোনামে ভূষিত হল, অবশেষে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। সেই কিন্তু ইসলাম ধর্মের মূল মন্ত্র পালন করেছিল। আমাদের কাছে আদিল এক শহীদ, যে মানবতার জন্য প্রাণ দিয়েছে। একা সে নয়, আরও হাজার হাজার স্থানীয় কাশ্মীরি সেদিন আক্ষরিক অর্থে প্রাণ হাতে করে হিন্দু পর্যটকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। প্রশংসার বদলে আমরা ঘৃণা উগড়ে দিলাম।

পহেলগাঁও-র ঘটনার পর থেকেই সবচেয়ে বেশি ভাইরাল হয়েছিল স্বামীর দেহের পাশে হাটু মুড়ে বসে থাকা হিমাংশী নারওয়ালের ছবি। কে এই হিমাংশী? ঘটনার মাত্র ছ'দিন আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিমাংশীর বিয়ে হয়েছিল নৌ-অফিসার লেফটেন্যান্ট বিনয় নরেওয়ালের সঙ্গে। মধুচন্দ্রিমায় কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বৈসরনে ওই নৃশংস অভিজ্ঞতার পরেও হিমাংশী বলেছিলেন, 'আমার স্বামী হামলার শিকার হয়েছেন, এটা আমার পরিবার ও গোটা দেশবাসীর কাছেই দুঃখজনক। তবে দয়া করে এই হামলার জন্য পুরো মুসলিম সম্প্রদায় বা কাশ্মীরি জনগণকে দায়ী করবেন না। কিছু উগ্রপন্থী সব সময় সমাজে বিভেদ ছড়াতে চায়। কিন্তু সাধারণ কাশ্মীরিরা আমাদের অনেক সহায়তা করেছেন, পাশে থেকেছেন। আমার স্বামীর চিকিৎসার সময়ে

সাধারণ কাশ্মীরিরা রক্তদান করেছেন। তাঁরাই আসল কাশ্মীর।' ১ মে হরিয়ানার কার্ণেলে (প্রয়াত বিনয় নারওয়ালের জন্মস্থান), তাঁর জন্মদিনে তাঁর স্মৃতিতে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে হিমাংশী উপরোক্ত কথাগুলি বলেন (আঃ পত্রিকা, ০৪/০৫/২৫)। তারপরেই ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল। এর আগে পর্যন্ত হিমাংশীর ছবি ওই হামলার বীভৎসার প্রতীক হয়ে সংবাদমাধ্যমে ঘুরছিল। কিন্তু হিমাংশী মুখ খুলতেই আগেকার সহমর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নানা কুৎসায় সংবাদমাধ্যম ছেঁয়ে গেল। সোশ্যাল মিডিয়াতে গেরুয়া শিবিরের লোকজন হিমাংশীর চরিত্র হননে মেতে উঠল। সামান্য কিছু নমুনা, 'নিহত বিনয়ের প্রাপ্য টাকা, স্ত্রীকে না দিয়ে বাবা-মা'কে দেওয়া হোক, হিমাংশীর একমাত্র উদ্দেশ্য শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি দখল করা, প্রচারের আলোয় আসতে চান, মুসলিম প্রেমিক দিয়ে স্বামীকে খুন করিয়েছে' ইত্যাদি, ইত্যাদি। কয়েক দিন আগে যিনি ছিলেন পহেলগাঁও-র মুখ, তিনি হয়ে গেলেন সন্ত্রাসের প্রতিমূর্তি। কিন্তু হিমাংশীর পাশে দাঁড়িয়েছেন অসংখ্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছাড়াও প্রয়াত অ্যাডমিয়াল এল রামদাসের স্ত্রী ললিতা রামদাস। একটা খোলা চিঠিতে তিনি হিমাংশীকে আদর্শ 'ফৌজি স্ত্রী' বলে অভিহিত করে লিখেছেন, 'আমি তোমার জন্য গর্বিত, পহেলগাঁও-র এত ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিম ও কাশ্মীরিদের উপর বর্ষিত ঘৃণার বিরুদ্ধে তুমি কথা বলছ। তোমার শক্তি, সংযম এবং দৃঢ়তা সত্যিই অসাধারণ। এই সময়ে এর খুব প্রয়োজন।... তুমি এই দেশের প্রতিটি চিন্তাশীল নাগরিকের ভাবনা ও অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেছো।' সত্যিই এই দুঃসময়ে এঁদের খুব প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গেই উঠে আসবে নজাকেত আলির কথা। বৈসরনে ১১ জন পর্যটকের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন ওই কাশ্মীরি যুবক। ছত্তিসগড়ের ছিরিমিরি শহরে বহুদিন ধরেই শাল বিক্রি করতে যান নজাকেত আলি। সেখানকারই ১১ জন পর্যটক তাঁরই ভরসায় কাশ্মীর বেড়াতে এসেছিলেন। ঘটনার দিন নজাকেত বৈসরনে পর্যটক দলের শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিলেন। হামলার সময় ওই ১১ জনকে লুকিয়ে ৭ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পহেলগাঁও-র হোটেলে পৌঁছে দেন তিনি। নজাকেত আলি কিন্তু এটাকে কোনো বড় ঘটনা হিসাবে দেখছেন না। তাঁর মতে এটা মানবিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে পহেলগাঁও-র ঘটনা নিয়ে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন, মসিজদে-মসজিদে হামলাকারীদের ধিক্কার জানানো হয়েছে।

কাশ্মীরি গাড়িচালক, মুসাফির ও আমির-এর কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। আরতি মেননের মেয়েকে এরা বাঁচিয়েছিল। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আরতি মেননের মেয়ের চরিত্রহনন করা হয়েছে।

ধর্মীয় মৌলবাদীদের সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের সরব হতেই হবে। প্রকৃত শত্রুকে চিনতে হবে। সেই ঘৃণ্য পশুগুলোকে যেমন ধিক্কার জানাবো, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারকে, যারা কাশ্মীরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থেকেও সেখানকার মানুষ ও পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে।

একজন ওয়াজেদ, নজাকেত আলী বা আকিল হোসেন শাহ বা আসির ভ্রাতৃদ্বয়ী নয়, নাম না জানা এই রকম হাজার হাজার বন্ধু রয়েছে ভারতবর্ষের কোণে কোণে। এটাই আমার দেশ। একে আমরা ধ্বংশ হতে দেব না।

উদীয়মান সূর্যের দেশে

সমীর কুমার ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

দীপক দা বলেন– আজ পূর্ণিমা, তাই চাঁদের এমন অনুপম সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করছি। হঠাৎ নদীর জলের দিকে তাকাতে দেখি ঢেউ-এর তালে লক্ষ চাঁদের প্রতিবিম্ব জলে ফুটে ওঠে। এই অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনা করার ভাষা পাইনা। শুধু এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখি, আর মনে মনে ভাবি যেন কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি।

চাঁদনী রাতের পর ভোর হয়, সূর্যকিরণে ভেসে যায় গোটা ভালুকপঙ। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। প্রাতঃরাশের পর আমরা গাড়িতে উঠি। ভালুকপঙকে বিদায় জানিয়ে গাড়ি সামান্য এগোতেই চেক পোস্ট, সেখানে পারমিট দেখিয়ে গাড়ি ছোটে অরুণাচলের পথে। ভালুকপঙের নীচের অংশ অসম রাজ্যের অন্তর্গত, শোনিতপুর জেলার মধ্যে পড়ে আর উপরের অংশটি অরুণাচলের কামেং জেলার অন্তর্গত, এখানেই জেলার নামে নদীর নাম পাল্টে হয়েছে 'কামেং'। এবার গাড়ি চলে পাহাড়ী পথে, পাহাড়ের গা বেয়ে গাড়ি ছোটে উপর পানে। পথের দু-পাশে ঘন জঙ্গল। কলা গাছ রয়েছে প্রচুর। তাতে মোটা মোটা কলা মোচা সমেত ঝুলছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

আপার ভালুকপঙ ছাড়িয়ে ৭ কিমি পথ চলার পর গাড়ি থামে টিপির (Tipi) অর্কিড স্যাংচুয়ারীর সামনে। এখানে ৭৫০০-র ও অধিক অর্কিড ও ক্যাকটাসের অর্কেডোরিয়াম রয়েছে বলে শোনা যায়। তবে, বেশির ভাগ ঘর তালা বন্ধ। একটা কি দুটো ঘর খোলা ছিল সেখানে সামান্য কিছু অর্কিড দেখে গাড়িতে এসে বসি। পাহাড়ের বুক চিরে, গভীর বন-জঙ্গল ভেদ করে গাড়ি ক্রমশ উপরে উঠতে থাকে। প্রায় ২৪/২৫ কিঃমিঃ ছোটার পর গাড়ি গেল থমকে দাঁড়িয়ে। চলার ক্ষমতা সে হারিয়েছে। Cross Bearing ভেঙ্গে এখন সে পঙ্গু। বাধ্য হয়ে সকলে গাড়ি থেকে নেমে আসি। প্রথম গাড়িটি এক/দেড় কিলোমিটার আগে রয়েছে। ওখানকার দুর্গা মন্দিরে সহযাত্রীরা সবাই অপেক্ষারত। গাড়ি ঠিক হতে কত সময় লাগবে বলা মুশকিল। কারণ ৪০/৪৫ কিঃমিঃ নেমে গিয়ে Bearing ঠিক করে আনতে হবে। সুতরাং সময় যা লাগবে দিতে হবে। বাধ্য হয়ে সবাই হাঁটা লাগাই দুর্গা মন্দিরের পথে। মন্দির পৌঁছলে Packed Lunch সার্ভ করা হয়।

গভীর জঙ্গলে ঘেরা মন্দির সংলগ্ন সমগ্র অঞ্চলটি। রাস্তার একপাশে পাহাড়ের দেওয়াল। অন্যপাশে গভীর জঙ্গলে ঘেরা গভীর খাদ। খাদের ওপারে আবার জঙ্গলে ভরা পাহাড়। দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এক তেজস্বিনী জলধারা জঙ্গল ভেদ করে বয়ে চলেছে। এই গভীর জঙ্গলে রয়েছে বেশ কিছু বড় বড় কলা গাছ। গাছগুলোর রং লালচে। গাছে ভর্তি কলার কাঁদি। এগুলো নাকি বুনো কলা। খাওয়া বারন। তাই বোধহয় গাছে গাছে নির্বিবাদে কলা ঝুলে রয়েছে।

এ অঞ্চলের আর এক উৎপাত মশার মত এক ধরনের ছোটো ছোটো উড়ন্ত পোকার। কখন যে গায়ে এসে বসে কেউ টেরটিও পায়না। যখন টের পায় তখন দেখা যায় ঐ পোকা কেটে দিয়ে পালিয়েছে আর ঐ সদ্য কাটা অংশ দিয়ে রক্ত বেড়চ্ছে। কাটা অংশটি বেশ চুলকায়। স্থানীয় ভাষায় পোকাটির নাম ড্যামডুম। বিষাক্ত পোকা। এরকম বিষাক্ত পোকার কামড় সহ্য করে এখানে অপেক্ষা করি বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। এ সময় গাড়ির লোকেরা Cross Bearing সারাই করে

ফিরলে গাড়ি ঠিক করতে লেগে যায় আরও আধ ঘণ্টা। গাড়ি ছাড়ে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

সর্পিল পথ ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে গাড়ি গোঁ গোঁ করে এগোতে থাকে। সন্ধ্যা নামতে বেশি দেরী নেই। চারদিক কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন। ছোট ছোট জনপদ অতিক্রম করে গাড়ি এগোতে থাকে। সামনে একের পর এক পাহাড়। পাহাড় যেন শেষ হয় না। একটার পর একটা পাহাড় টপকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বোমডিলার পথে।

টিপি থেকে ২৫/২৬ কিঃমিঃ দূরে আর এক পাহাড়ী জনপদ সেসা। এখানে অর্কিড চাষের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পথে বিলম্বহেতু সন্ধ্যা আসন্ন, গাড়ি দাঁড়ায় না। এ যাত্রায় সেসা দর্শন সম্ভব হল না। পথের ধারে শাল, সেগুন, পাইন, দেবদারু ইত্যাদি গাছে ঘেরা কয়েকটি জলাধার চোখে পড়ে। জলাধার ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য রাস্তার ধারে ধারে ভিউ পয়েন্ট তৈরি করে রাখা হয়েছে। পথশ্রমে ক্লান্ত পথিক দু-দন্ড জিরোতে ও নয়নলোভন দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে পারে সেজন্য। কিন্তু, আমাদের আর এ সুযোগ কোথায়, যেতে হবে অনেকটা পথ- বোমডিলায়।

ভালুকপঙ থেকে বোমডিলার দূরত্ব মাত্র ১০০ কিঃমিঃ। গাড়ির বিয়ারিং ভেঙ্গে যাওয়ায় গাড়ি চলে ধীর গতিতে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামে। গাড়ি হেড লাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে চলে। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে ওঠে। গাড়ির জানালা খুললে মুখে ঠান্ডা হাওয়ার পরশ এসে লাগে। সাথে সাথে জানালা বন্ধ করে দিই। ছোট ছোট ঘুমন্ত কয়েকটি জনপদ পেরিয়ে গাড়ি তার অবসন্ন, পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে পা রাখল ৮৫৩০ ফুট উচ্চতায় বোমডিলায়। ঘড়িতে তখন রাত ৯টা। হোটেল বুক করা সত্ত্বেও অন্ধকার করে রেখেছে। চারদিক নিস্তব্ধ, শুনশান। পথে কোনো লোক চলাচল নেই। সব দোকান এমনকি হোটেলের দরজাও বন্ধ। বোমডিলা ঘুমিয়ে পড়েছে। এদিকে প্রবল শীতের কামড়। সঙ্গে হিমেল হাওয়া। এখনি মাথা গোঁজার জায়গা চাই। কোন হোটেল ঘর দিতে চায় না। অবশেষে, কাছাকাছি ৩/৪টি হোটেলে ৭০ জন লোকের কোনমতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হোল। জায়গা যদিবা মিলল, খাবার অমিল, কোন খাবার নেই, হোটেল কর্মীরা শুয়ে পড়েছেন নয়ত, যে যার ঘরে চলে গেছেন। খাবার যোগান দিতে অপারগ তারা। আমরা একটা হোটেলের অতি ছোট ঘরে ৪ জন যথা কমল গুহ (শঙ্কু মহারাজ খ্যাত মহারাজ), দীপক সরকার (ভ্রমণ কাহিনী লেখক), প্রণব নাগ (CESC-র বজবজ ইউনিট-এর ম্যানেজার) ও আমি ঠাঁই করে নিই। আমাদের হোটেলের কয়েকজন উৎসাহী সহযাত্রী হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে খানিক চাল, ডাল যোগাড় করে। পরে নিজেরাই ওদের কিচেনে খিচুরী প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করে। আমাদের হোটেলের ২০/২২ জন যাত্রীর মধ্যে ওই খিচুরি বিতরণ হয় রাত ১১টার সময়। আর বাকী যাত্রীদের কপালে এও জোটেনি, তারা কেউ কেউ চা, বিস্কুটের ডিনার উদ্‌যাপন করেন।

বোমডিলা কামেং জেলার প্রধান শহর। উচ্চতা ৮৫৩০ ফুট। ভালুকপঙ থেকে এর দূরত্ব মাত্র ১০৪ কিঃমিঃ। শহরটিতে এলে অরুণাচলের কামেং উপত্যকায় অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। হোটেল থেকে সামান্য দূরে বাজারের কাছে একটি আকর্ষণীয় বৌদ্ধমঠ রয়েছে। এখন এখানে বুদ্ধ মহোৎসব চলছে। অরুণাচলবাসীর মহা আনন্দের সময়। লোগার উৎসব নিয়ে মাতোয়ারা সবাই। সবাই আনন্দ উপভোগের নেশায় মত্ত। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মানুষ এখানে এসেছেন। তাই হোটেলে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই রব।

প্রাতঃরাশের পর বোমডিলাকে বিদায় জানিয়ে সাড়ে

৯টা নাগাদ গাড়ি ছাড়ে। সকালের দিকে রোদের দেখা মিললেও এখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রোদ্দুরের দেখা মেলা ভার। গাড়ি এগিয়ে চলে। রাস্তার একপাশে পাহাড়ের দেওয়াল। শীতের বরফ জমে রয়েছে। প্রতিটি পাহাড় চূড়ো বরফে মোড়া। নীচের দিকে সবুজ অরণ্য। অদ্ভুত সুন্দর। আবার অন্যধারে প্রবাহিত জলধারা, ক্ষীণধারায় বয়ে চলেছে আপন মনে। ভারী সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। সবুজ উপত্যকা আর আপেল বাগানের মাঝে এই শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো। এই অঞ্চলের আপেল হিমাচল বা কাশ্মীরের আপেলের থেকে প্রকৃতি ও স্বাদে আলাদা। ১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধে চীনা সৈন্যরা এই শহরটি কয়েক দিনের জন্য দখলে রেখেছিল। ওই যুদ্ধে আমাদের বহু বীর সৈনিক শহীদ হয়েছিলেন, সেই স্মৃতিফলক রয়েছে এখানে।

বোমডিলা গিরিপথ ছাড়িয়ে৪২ কিঃমিঃ দূরে পরবর্তী শহর পশ্চিম কামেং-এর দিরাং এসে পৌঁছাই সোয়া ১১টা নাগাদ। সুন্দর পাহাড়ি শহরটি কামেং নদীর তীরে অবস্থিত। দিরাং শহরটি ৪৯০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। বোমডিলা থেকে সম্পূর্ণ উৎরাই পথ। শহরটি অসমের জোরহাট ও অরুণাচলের তাওয়াং-এর মাঝে অবস্থিত হওয়ায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাওয়াং ভ্রমণকারীদের অনেকেই এখানে একটি রাত কাটিয়ে যান। উচ্চতা কম হওয়ায় সারা বছরই এখানকার আবহাওয়া মনোরম থাকে এবং পর্যটকরা যে কোন সময় যেতে পারেন। দিবাং-এ একটি রাত অবস্থান করলে দেখা যায় দিরাং জং। প্রায় ১৫০ বছরের বেশি পুরান এবং জং-এর আশপাশে ৫০০ বছরের বেশি পুরান বাড়ি-ঘর রয়েছে বলে মনে করা হয়। সে সময় ফোর্টটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে বোমডিলাকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হত। এছাড়া রয়েছে হট স্প্রিং, ইয়াক গেবষণা কেন্দ্র। এখানকার লোকেদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ ও পশুপালন। আপেল ও নাসপাতির বাগান রয়েছে এখানে। এ সফরে এখানে থাকার পরিকল্পনা নেই। তাই শহরকে এক ঝলক দেখার জন্য সামান্য বিরতি। এখন লোগার উৎসব চলছে। শহরে যথেষ্ট ভিড়, হোটেলে জায়গা নেই। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে কামেং তীরে মোটর সাইকেল রেসের প্রতিযোগিতা উপভোগ করলাম।

এবার আমাদের এগিয়ে চলার পালা। প্রায় দেড় ঘন্টা চলার পর বিশ্রাম। লাঞ্চ ব্রেক, Hotel Samjhaira (AP) Mahan Camp-III, Sanghe চারদিকে পাহাড় ঘেরা ছোট জায়গা, ভারী সুন্দর পরিবেশ, নিঝুম, নিস্তব্ধ এলাকা। হোটেলের স্থান নির্বাচনের জন্য বাহবা জানাতে হয়। বিভিন্ন গাড়ির ড্রাইভার ও তার সহকর্মী কিংবা আরোহীদের বিশ্রাম নেওয়ার আদর্শ জায়গা। (ক্রমশ)

গ্রীষ্ম সংলাপ

মৃণাল দত্ত

'ভাই, গরম নাকি খুব পড়েছে?'
'হ্যাঁরে দিদি, তাইতো এবার আম ধরেছে
তুই কিন্তু যাসনে বাইরে এসি ছেড়ে।'
'না ভাই, যাবোনিকো, থাকবো শুধু মোবাইল নিয়ে।'
'তাই থাক, আমাকে তো যেতেই হবে
শ্রমিক মজুর তাকিয়ে আছে কাজের খোঁজে
আমি গিয়ে কাজ বাটবো গরম যতই চক্ষু রাঙাক'
'তাহলে তুই সাবধানে থাক, জল খাস বারে বারে
যাসনে কভু তেজ দেখিয়ে রোদের ধারে।'
'কি করি দিদি আমার? জন্মেছি যে জষ্ঠি মাসে
আমার প্রিয় সোনার বাংলায় গরম দেশে।'

বন্ধু ও বন্ধুত্ব

অমিতা মণ্ডল

নমস্কার–

আজ আপনাদের কাছে বন্ধু ও বন্ধুত্বের কিছু উপলব্ধির কথা– অনুভূতির কথা শেয়ার করছি। সবাই জানে ও উপলব্ধি করে জীবনে বন্ধুর খুব প্রয়োজন। 'বন্ধু' কথাটির অর্থ খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষের বন্ধুত্বের প্রকাশ এক এক জনের এক এক রকম এবং উপলব্ধিও আলাদা।

পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর জিনিষ যাকে চোখে দেখা যায় না– স্পর্শ করা যায় না– শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়, সেটা হল একমাত্র বন্ধুত্ব।

'বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁখাঁ করে
ভেঙ্গে যায় গ্রাম, নদীও শুক্‌নো ধূ-ধু
খেলার বয়স পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।'

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

আজ তাই জানাচ্ছি– আমার মনের অনুভূতির কিছু কথা– কিছু ছবি– বা মনের কোনে জমা হয়ে আছে।

'বন্ধু' বানানো একটা শিল্প।
আর প্রকৃত বন্ধু পাওয়া একটা উপহার।
আর বন্ধু হতে পারাটা সম্মানের।
বন্ধু শব্দটা চিরন্তন। হয় না, কখনো প্রাক্তন।
বন্ধু মানেই খোলা আকাশ– বন্ধু মানেই মুক্তি।

বন্ধু মানেই সারা জীবন পাশে থাকার চুক্তি বন্ধুত্বের– এমনই জাদু– এমনই তার গুণ।

দুঃখ কমে অর্দ্ধেক হয়– সুখ বেড়ে হয় দ্বিগুণ।
দুঃখ তুমি প্রমিস্ করো– আমার বন্ধুকে ছোঁবে না।
সুখ তুমি প্রমিস্ করো– আমার বন্ধুকে কাঁদাবে না।
বন্ধু তুমি প্রমিস্ করো– আমায় ভুলে যাবে না।

ছোট্ট জীবন। ভরে থাক হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, আর বন্ধুত্বে। যেমনই হোক আমার বন্ধু ভালো থাকুক, সুখে থাকুক– আনন্দে ভরপুর।

বন্ধুত্ব থাকুক অটুট অবিরল। যতটা বলেছি, এই টুকুই সব নয়। আরো কিছু কথা রইলো অন্তরালে।

যেভাবে সবার অগোচরে জাগে পলাশের কুঁড়ি।

পাতা ঝড়ানোর কালে বসন্তে ফোটে ফুল। উন্মুখ হৃদয়ে জাগে– আবীর মাখা– রক্তাভ আশা– ভালোবাসা।

বন্ধু শুধুই নির্ভরতার নাম। চলার পথে, সুখে-দুঃখে, পাশে থাকা সম্পর্কের নাম। এ সম্পর্কের কোন সীমা রেখা নেই। নেই কোনো বাধ্যবাধকতা।

বন্ধুত্বের কোনো রঙ নেই। তবু সে রঙিন হয়।
বন্ধুত্বের কোনো চেহারা নেই, তবুও সে সুন্দর হয়।
বন্ধুত্বের কোনো ঘর নেই– বন্ধুর হৃদয়ে তার ঘর হয়।
বিপদের দিনে বন্ধুকে কাছে রেখো।

শেষ করার আগে– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা– 'বন্ধু'– না বলে-না শুনিয়ে পারলাম না। 'আমার কিছু বন্ধু আছে,– ভালোমন্দ পাঁচ মিশালী নানা রকম খামখেয়ালী।

রোগা-মোটা অসীম বলী–
আমার কিছু বন্ধু আছে– তাদের মনে ছন্দ আছে।
ভালোবাসার গন্ধ আছে।
রোজনামচার দক্ষ আছে।
আমার কিছু বন্ধু আছে– তাদের সুখ-দুঃখের স্বপ্ন আছে।
বাক্যে হাসির আলাপ আছে।
আমার কিছু বন্ধু আছে– শুনলে কথা কান জ্বলে যায়।
হাসলে পেটের খিল খুলে যায়।
থাকলে এরা মন ভরে যায়।'

আর একটা কথা– যেটা আমি উপলব্ধি করেছি। জীবন হেরে যায়, মৃত্যুর কাছে। সুখ হেরে যায় দুঃখের কাছে। ভালোবাসা হেরে যায়, অভিনয়ের কাছে। আর 'বন্ধুত্ব' হেরে যায় অহংকারের কাছে।

১ বৈশাখ ১৪৩২, মিলনোৎসবের বিবরণ

প্রতিবেদক : স্নেহাংশু চাকদার

গত মঙ্গলবার ১ বৈশাখ ১৪৩২ (১৫ এপ্রিল ২০২৫) চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বেথুন ইন্সটিটিউট এবং জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে বিকাল ৫.৩০ মিনিটে বাৎসরিক মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সনৎ লাহিড়ী। গৌতম রায়চৌধুরী (সন্তোষপুর)-এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। সভাপতি সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরীকে সভা পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরী সকলকে স্বাগত জানিয়ে দুই সংস্থার দীর্ঘদিনের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি প্রয়াত বিমল চ্যাটার্জী সহ জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করেন। কারণ বহু আগেই তাঁরা প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যার কথা উপলব্ধি করে তার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, যেহেতু বর্তমানে আমরা প্রতিনিয়ত অবক্ষয়ের মুখমুখি হচ্ছি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় উন্মাদনা বিপদের সৃষ্টি করছে, তাই ধর্মনিরপেক্ষ এই বর্ষবরণ বা মিলনমেলা অনুষ্ঠানের এটাই প্রকৃষ্ট সময়। দলমত নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষের এই উৎসবই পারবে ধর্মের মোহের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে। তিনি জানান আগামী ১৩ মে, ২০২৫ সারাদিনব্যাপী শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে Common Physical & Mental Health Issues Among Elderly, যারা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে চান আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ এর মধ্যে নাম নথিভুক্ত করুন। টিফিন, লাঞ্চ, চা সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, রায়নগর, বাঁশদ্রোণীতে জয় ইউনিয়নের ৩ কাঠা মতো জমি আছে। এই জমিটি সমাজকল্যানমূলক কাজে যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য জয় ইউনিয়ন ও বেথুনের সদস্যদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। উক্ত জমিটি ট্রাস্টের হাতে হস্তান্তর করার জন্য আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকার প্রয়োজন। তিনি সকলের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন।

বীণা ভট্টাচার্য-এর আবৃত্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। শিশুশিল্পী অয়ন্তিকা মন্ডল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে যারা আবৃত্তি/পাঠ করেন তারা হলেন- কানাইলাল পালোধী, অমিতা মন্ডল, শুক্লা দাস, পুতুল মৈত্র, ঐন্দ্রি দত্তরায় এবং জি. এম. আবুবকর। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণা হালদার, শ্যামলী ঘোষ, পুতুল মৈত্র- রথীন্দ্র নাথ মৈত্র এবং শিপ্রা ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে এবছর নতুন সংযোজন ছিল- সোমাশ্রী হালদারের নৃত্য পরিবেশন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক গৌতম রায় চৌধুরী।

প্রবীণ বার্তা প্রকাশিত লেখা
এপ্রিল ২০২৪ - মার্চ ২০২৫

১.	অমল কর	:	ক) একগুচ্ছ আলো। ডিসেম্বর, ২০২৪
২.	অমিতা মন্ডল	:	ক) হাসি। নভেম্বর, ২০২৪
৩.	অশোকরঞ্জন ধর	:	ক) আমাদের জাতীয় পতাকা। সেপ্টেম্বর, ২০২৪
৪.	উপেক্ষিৎ শর্মা	:	ক) মুদ্রাদোষ। এপ্রিল, ২০২৫
৫.	গাজী মহম্মদ আবুবকর	:	ক) কে ছিলেন সেই ডাক্তার হেনরী নর্মান বেথুন। মে, ২০২৪
			খ) ইতিহাস কিংবদন্তি লোকবিশ্বাসের দেশ চন্দ্রকেতু গড় ও বালান্দা। মে, ২০২৪
৬.	গৌতম রায়চৌধুরী	:	ক) ঈশ্বরের মুখে হাসি, চোখে জল। জুন, ২০২৪
			খ) মুক্ত করো ভয়। সেপ্টেম্বর, ২০২৪
			গ) বিদ্যাসাগর ও মানবাধিকার। অক্টোবর, ২০২৪
			ঘ) জ্বলুক প্রদীপখানি। ডিসেম্বর, ২০২৪
৭.	ড. গোবিন্দ মাইতি	:	ক) বয়স্কদের সমস্যা ও প্রতিকার। জুন, ২০২৪
			খ) বিশুদ্ধ জলই সঠিক পানীয়। জুলাই, ২০২৪
			গ) বার্ধক্য– অনুগামী বিভিন্ন অসুখ। ডিসেম্বর, ২০২৪
৮.	ছায়া মুখার্জী	:	ক) স্বপ্ন– সত্য বনাম বাস্তব। মে, ২০২৪
			খ) ঘুরে এলাম নিজামের দেশে। জুলাই, ২০২৪
			গ) দক্ষিনের মোহময় অলীক দর্শন। অক্টোবর, ২০২৪
৯.	ঝুমা সরকার	:	ক) হাঁটছি তোমার নির্দেশিত পথে। ডিসেম্বর, ২০২৪
১০.	তপনকুমার দাস	:	ক) যতদিন বাঁচবো, ততদিন শিখবো। এপ্রিল, ২০২৪
			খ) অন্ধ কুসংস্কার। জুন, ২০২৪
			গ) নাস্তিকতাই সত্যি। জুলাই, ২০২৪
			ঘ) বিগ ব্যাঙ : ঈশ্বর : পোপের আবিষ্কার। সেপ্টেম্বর, ২০২৪
			ঙ) প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। অক্টোবর, ২০২৪
			চ) মননে রামরমণ ভট্টাচার্য। ডিসেম্বর, ২০২৪
১১.	তাপস মিত্র	:	ক) বকুল দত্ত সভাঘরে। ডিসেম্বর, ২০২৪
১২.	প্রদীপ চক্রবর্তী	:	ক) মরণ রে! ডিসেম্বর, ২০২৪
১৩.	ভবানীশংকর চক্রবর্তী	:	ক) প্রণতি। ডিসেম্বর। ২০২৪
১৪.	ডা. মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত	:	ক) কর্তব্যম কিম্। অগাস্ট, ২০২৪

১৫. মৃণাল দত্ত : ক) প্রশ্ন। এপ্রিল, ২০২৪
খ) মৌনী অমাবস্যা। জুন, ২০২৪
গ) সওয়াল জবাব। জুলাই, ২০২৪
ঘ) গরমাগরম। সেপ্টেম্বর, ২০২৪
ঙ) সুকান্ত স্মরণ। অক্টোবর, ২০২৪
চ) আরজি। নভেম্বর, ২০২৪

১৬. রমাপ্রসন্ন দত্ত : ক) বৃদ্ধাবাসে স্থান নেই তাই অপেক্ষা বাড়ছে। অক্টোবর, ২০২৪

১৭. সুনীতা দত্ত : ক) এসো মা লক্ষী। নভেম্বর, ২০২৪

১৮. সমীরকুমার ঘোষ : ক) শৈবতীর্থ রুদ্রনাথের গুহা মন্দিরে একটি রাত (২য় পর্ব)। এপ্রিল, ২০২৪
খ) শৈবতীর্থ রুদ্রনাথের গুহা মন্দিরে একটি রাত (৩য় পর্ব)। মে, ২০২৪
গ) বক্সা দুর্গ ও লেপচাখা। অগাস্ট, ২০২৪
ঘ) অনন্ত সৌন্দর্যের মাঝে বাধানগিরি। নভেম্বর, ২০২৪ ও ডিসেম্বর, ২০২৪

১৯. ডা. সন্দীপ সেনগুপ্ত : ক) ভ্রুণের অবস্থান স্বাভাবিক করতে ও মুখ খুলতে আকুপাংচারের সাহায্য নিন। এপ্রিল, ২০২৪
খ) বিছানা ভেজানো : আকুপাংচারে নিরাময়। মে, ২০২৪
গ) ট্রিগার ফিঙ্গার এর আকুপাংচার চিকিৎসা। অক্টোবর, ২০২৪

২০. সন্দীপ জানা : ক) আলোর পথযাত্রী। ডিসেম্বর, ২০২৪

২১. সজল শ্যাম : ক) মাস্টারমশাই। ডিসেম্বর, ২০২৪

২২. সুদীপ্ত বন্দোপাধ্যায় : ক) আপনি বললেন। ডিসেম্বর, ২০২৪

২৩. স্নেহাংশু চাকদার : ক) রামমোহন মিশন ও আমরা। মে, ২০২৪
খ) ১৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার রিপোর্ট। নভেম্বর, ২০২৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিগত ১৩ মার্চ, ২০২৫ বিশ্বসমাজসেবী ড. নর্মান বেথুনের জন্মদিনের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও নর্মান বেথুন জেরিয়াট্রিক এন্ড রিসার্চ সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসে উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে আমাকে সামাজিক দায়বদ্ধতা, শিক্ষাবিস্তার ও মহিলা ক্ষমতায়নের জন্য সারাজীবনের নিরলস প্রচেষ্টার নিরিখে সম্মাননা প্রদান করেন।

আমি উক্ত সম্মাননায় আপ্লুত হয়ে সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ছায়া মুখোপাধ্যায়
৩১/০৪/২০২৫

Vol : XV Issue : II, 15th May, 2025. PRABINBARTA Postal Regd. No.- KOL RMS/449/2022-24

আমাদের পরিচালিত আকুপাংচার পরিষেবা

ইউনিট- ১

ডা. নর্মান বেথুন ক্লিনিক

জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ভবন
৯০/১, প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড
(রং কল), কলকাতা-৭০০০৯৫
মোবাইল : 70033 65980 / 96745 53477
—: সোম, বুধ, শুক্র :—
(বিকাল ৪টা থেকে ৭টা)
ডাক্তার
ডা. ভবানী প্রসাদ সাহু, ডা. যুথী ঘোষ, ডা. তপন কুমার পাল

ইউনিট- ২

শহীদ স্মৃতি ভবন

৩৯২এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৫
(সাউথ সিটি মলের বিপরীতে)
মোবাইল : 70033 65980 / 96745 53477
—: মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি :—
(বিকাল ৪টা থেকে ৭টা)
ডাক্তার :- ডা. সন্দীপ সেনগুপ্ত

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১ এপ্রিল থেকে ২০২৫-২০২৬ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ১০০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চ্যাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেস্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - বুধবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam RoyChowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam RoyChowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in